স্বল্প মূল্যের আবাসন

ড. তৌফিক এম. সেরাজ
প্রকৌশলী-পরিকল্পনাবিদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, শেল্‌টেক্‌ (প্রাঃ) লিমিটেড

গৃহ হচ্ছে বসবাসের এমন একটি জায়গা যা আমাদের প্রতিকূল আবহাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। এক কথায় গৃহ আমাদের আশ্রয় প্রদান করে। গৃহায়ন বলতে মানুষের বাসস্থানের যোগান দেয়াকে বুঝায়। তাছাড়াও গৃহায়ন আমাদের সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক সুযোগ-সুবিধা সমূহ নিশ্চিত করে। বাসস্থান মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। সবার জন্য বাসস্থানের যোগান দেয়া সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

উন্নত বিশ্বের অনেক দেশেই সরকার সকল নাগরিকের জন্য বাসস্থান সরবরাহের ব্যবস্থা করে অথবা বাসস্থানের যোগানে সহায়তা করে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের সরকারের পক্ষে সকলের জন্য বাসস্থান সরবরাহ কষ্টসাধ্য। আমাদের দেশে সরকারের পক্ষে সকল নাগরিকের জন্য বাসস্থান সরবরাহ অত্যন্ত কঠিন কারণ আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬৬.২৮ মিলিয়ন এবং প্রতি বছর প্রায় ২.০৬ শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়ছে বাসস্থানের চাহিদা।

প্রত্যেক দেশেই নগরায়ণ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ায় মানুষ গ্রাম ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে উন্নত জীবিকা এবং সুযোগের সন্ধানে শহরে গমন করে থাকে। যদিও বাংলাদেশে এখনও ৭৫ শতাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে, তথাপি দেশে নগরায়ণের হার অনেক বেশি। স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে নগরায়ণের হার বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৬১ সালে বাংলাদেশে নগরের সংখ্যা ছিল ৭৮ টি যা ১৯৭৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১০৮ টি এবং ১৯৯১ সালে আরও বৃদ্ধি পেয়ে ৫২২ টিতে পৌছায়। ২০০১ সালের তথ্য অনুযায়ী, দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৩.৫৩ শতাংশ মানুষ শহরে বাস করে। এ থেকেই বুঝা যায় স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশে নগরায়ণের হার কতটা ব্যাপক। নগরায়ণ প্রক্রিয়া সকল শহরে পরিলক্ষিত হলেও মূলতঃ ঢাকা সহ সব বড় শহরগুলোতে নগরায়নের হার তুলনামূলকভাবে বেশী থাকে।

দেশের অন্যান্য শহরের তুলনায় ঢাকা শহর শিল্প, ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা সহ সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্র হওয়ায় এখানে নগরায়ণের হার অন্যান্য শহরের তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমানে ঢাকা শহর বিশ্বের দ্রুত বর্ধনশীল শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম। সমগ্র দেশের জনসংখ্যা যেখানে ২.০৬ শতাংশ হারে বাড়ছে, সেখানে ঢাকায় জনসংখ্যা বাড়ছে ৪.২ শতাংশ হারে। ১৯৮১ সালে সমগ্র বাংলাদেশের মোট নগর জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ বাস করত ঢাকা শহরে যা ১৯৯১ সালে ৩১ শতাংশে এবং পরবর্তীতে ২০০১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৩৪ শতাংশে।

ঢাকা শহরের সীমানা মূলত ২ ভাগে বর্ণনা করা যায়, প্রথমতঃ সিটি কর্পোরেশন এলাকা (যা বর্তমানে উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন হিসেবে রয়েছে) যার আয়তন মূলত ৫২০ বর্গ কিলোমিটার এবং ২০০১ সালের তথ্য অনুযায়ী এতে প্রায় ৭২ লক্ষের অধিক মানুষ বাস করত, উপরন্তু প্রতি বছর শহরটির জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৫.৫ শতাংশ হারে। জনসংখ্যার ঘনত্বও ছিল এখানে সারা দেশের তুলনায় সর্বোচ্চ, প্রায় প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১১,৫৭০ থেকে ১৩,৫০০ জন। বরং এর কিছু কিছু এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে প্রায় ৩৮,৫৮০ জন পর্যন্ত, যা বিশ্বের সর্বোচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর মধ্যে অন্যতম। দ্বিতীয়তঃ সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে এবং রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের এলাকার ভেতরে অবস্থিত ১০০৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকা যেখানে প্রায় ২০ থেকে ৩০ লক্ষ মানুষ বাস করত। জনসংখ্যার এ উদাহরণ ২০০১ সালের। বর্তমানে ঢাকা শহরের জনসংখ্যা এর থেকে অনেক বেশী। ঢাকা শহরের সীমানাও কখনও স্থির থাকে নি। সময়ের পরিবর্তনের সাথে এর আয়তনও বেড়েছে। যেমন, ১৯৭৪ সালে এর আয়তন ছিল যেখানে ৩৩৬ বর্গ কিলোমিটার, ১৯৯১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৩৫৩ বর্গ কিলোমিটারে। পরবর্তীতে ২০০১ সালে এর আয়তন হয় ১৫২৮ বর্গ কিলোমিটার যা বর্তমান সময় পর্যন্ত একই রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে ঢাকা শহরের আয়তন বাড়লেও শহরটির জনসংখ্যা বেড়েছে আয়তনের তুলনায় অনেক বেশী হারে।

ঢাকা শহরের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ মূলত ২ টি। প্রথমত, জনসংখ্যার সাধারণ বৃদ্ধি এবং দ্বিতীয়ত, দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষের ঢাকামূখী অভিগমন। ঢাকা শহর মূলত সমস্ত কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু এবং প্রধান প্রধান শিল্প কারখানা ঢাকাতে অবস্থিত। উপরন্তু দেশের ৮০ ভাগ পোশাক কারখানাই ঢাকা এবং এর আশেপাশে অবস্থিত। এসব কারণে সারা দেশ থেকে বিভিন্ন আয়ের মানুষ ঢাকাতে আসছে। ফলশ্রুতিতে বিগত এক দশকে কেবল সিটি কর্পোরেশনেই জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ এবং বর্তমানে ঢাকা শহরের মোট জনসংখ্যা প্রায় ১.৫ কোটিতে দাঁড়িয়েছে।

বিশাল এই জনসংখ্যার একটি অন্যতম মৌলিক চাহিদা হচ্ছে আবাসন, অর্থাৎ মাথা গোঁজার ঠাই। কিন্তু ঢাকা শহরে আবাসনের এই ব্যাপক চাহিদার তুলনায় আবাসন সংখ্যা বরাবরই অনেক কম। উপরন্তু চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অনেক কম থাকায় আবাসনের চাহিদা প্রতি বছর বেড়েই চলেছে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতি বছর প্রায় ২ লক্ষ মানুষ ঢাকা শহরে অভিগমন করছে। এই নতুন জনসংখ্যার আবাসনের জন্যই প্রায় ৪০ হাজার নতুন বাসস্থান প্রয়োজন। অতঃপর, অভিগমন, জনসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি সহ সব মিলিয়ে ঢাকা শহরে প্রায় প্রতি বছর প্রায় ১ লক্ষেরও অধিক নতুন বাসস্থান প্রয়োজন।

ঢাকা শহরে বাসস্থান সরবরাহ হয়ে থাকে প্রধানত তিন ভাবে, যেমনঃ নিজ উদ্যোগে ব্যাক্তিগতভাবে, বেসরকারী ডেভেলপার দ্বারা এবং সরকারী উদ্যোগে। এক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগে আবাসন সরবরাহের পরিমান খুবই কম, মোট সরবরাহের প্রায় ৭ শতাংশ। আবাসন সরবরাহের বাকি অংশ হয়ে থাকে মূলত বেসরকারী ডেভেলপার দ্বারা এবং অল্প ক্ষেত্রে নিজ উদ্যোগে ব্যাক্তিগতভাবে।

যদিও ঢাকা শহরে চাহিদার তুলনায় বাসস্থান সরবরাহের হার নিতান্তই কম, তদুপরি সরবরাহের বড় অংশ হয়ে থাকে বেসরকারী ডেভেলপার দ্বারা। ২০১৩ সালের তথ্য অনুযায়ী বছরটিতে ঢাকা শহরে প্রায় ১৩,৭৭০ একক আবাসন সরবরাহ করা হয় বেসরকারী ডেভেলপার দ্বারা। ডেভেলপার কোম্পানির সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এই সংখ্যাও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন, ১৯৮০ সালে যেখানে ডেভেলপারের সংখ্যা ছিল ১০ টিরও কম, সেখানে ১৯৮৮ সালে বেড়ে হয় ৪৪ টি এবং ২০০০ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২০০ টিতে। ফলশ্রুতিতে, ১৯৮২ সালে এই সেক্টর থেকে ১৬৪ টি আবাসন সরবরাহ হলেও ১৯৮৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭৯৩ টিতে এবং ২০০০ সালে এই সংখ্যা আরো বেড়ে দাঁড়ায় ১০১২ টিতে। বর্তমানে ঢাকা শহরে ডেভেলপারের সংখ্যা প্রায় ১৫০০ এরও অধিক।

তবে, ঢাকা শহরে আবসন সরবরাহের ক্ষেত্রে ডেভেলপারের ভূমিকা অগ্রগণ্য হলেও এসব ক্ষেত্রে আবাসনগুলো নিম্নবিত্ত জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে থাকে এবং এগুলো মূলত উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের জন্যই হয়ে থাকে। যেমন, ২০১২ সালে রিহ্যাবের এক গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, ডেভেলপার প্রতিষ্ঠানের ১৭৮৬ বর্গ ফুটের একটি এপার্টমেন্ট কেনার জন্য একটি পরিবারের মাসিক আয় নূন্যতম প্রায় ৯৭,৩০০ টাকা হওয়া প্রয়োজন। এরকম আয় সাধারণত কেবল উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের ক্ষেত্রেই যোগান দেয়া সম্ভব। বাসস্থানের চাহিদা পূরণের জন্য এ শ্রেণীর মানুষ সাধারণত নতুন আবাসন ক্রয় করতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তবে ঢাকা শহরে এ শ্রেণীর মানুষের সংখ্যা সীমিত। যেমন, ঢাকা শহরে কেবল ৫ শতাংশ মানুষ উচ্চবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ৪৫ শতাংশ এবং বাকী ৫০ শতাংশ মানুষই নিম্নবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। এর মধ্যে বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ আবাসনের চাহিদা পূরণ করে ভাড়া বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করে। এ শ্রেণীর মানুষের আবাসন ক্রয়ের ক্ষমতা প্রায় নেই বললেই চলে। উপরন্তু নিম্নবিত্ত শ্রেণীর একটি বড় অংশ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। আবাসন লাভের জন্য পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক যোগান না থাকায় এরা মূলত ঢাকা শহরের বিভিন্ন বস্তিতে বসবাস করে থাকে। ২০১৩ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ঢাকা শহরে প্রায় বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত ৪০০০ বস্তিতে প্রায় ৩৫ লক্ষ মানুষ বাস করে। দেশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে ঢাকায় অভিগমনের কারণে এই সংখ্যাও সময়ের সাথে সাথে বাড়ছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯১ সালে ঢাকা শহরে বস্তিবাসী ছিল প্রায় ৭,১৮,১৪৩ যা ১৯৯৭ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৭,৫৪,৮৬৬ এবং ২০০৫ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ৩২,৮৬,৭৭০ তে। অর্থাৎ, আট বছরে বস্তিবাসীর সংখ্যা বেড়েছে প্রায় সাড়ে ৪ গুণ।

মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তদের জন্য বাসস্থান সরবরাহের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে সরকারী আবাসন প্রকল্প। আবাসন সরবরাহে সরকারী সংস্থাগুলোর অবদান অনেক কম হলেও নিম্নবিত্তদের জন্য আবাসন সরকারী সংস্থাগুলোই করে থাকে। জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আবাসন বিশেষ করে নিম্নবিত্তদের জন্য আবাসন সরবরাহ করে থাকে। আবাসন সরবরাহে সরকারী প্রচেষ্টার মধ্যে কিছু উদাহরণ হচ্ছে, ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ সরকার গৃহায়ণ তহবিল নামে ফান্ড গঠন করে নিম্নবিত্ত এবং গৃহহীনদের জন্য আবাসন সরবরাহ করার জন্য। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য

হচ্ছে দেশের ৬৪ জেলার ৪০০ উপজেলায় প্রায় ৪৬,১২৮ নতুন গৃহ নির্মান করা। গ্রাম অঞ্চলে আরেকটি সরকারী আবাসন প্রকল্প হচ্ছে আশ্রয়ণ প্রকল্প, এই প্রকল্পে কম মূল্যে ব্যারাক সদৃশ্য ঘর নির্মাণ করে দেয়া হয়। ঢাকা শহরেও এরকম প্রকল্প রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারী-বেসরকারী অংশীদ্বারিত্বের ভিত্তিতে মিরপুরে ভাসানটেক পূনর্বাসন প্রকল্প, এতে ৭,৫৬০টি বিভিন্ন আয়তনের ফ্ল্যাট নিম্নবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের জন্য ২০১০ সালের মধ্যে নির্মাণ করার কথা। কিন্তু নানাবিধ বাধার কারণে প্রকল্পটি সফল হয়নি। এছাড়াও জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সরকারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারী এবং স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য আবাসন সরবরাহ করে থাকে। যেমন, বর্তমানে সংস্থাটি লালমাটিয়া এবং মিরপুরের কিছু এলাকায় সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১০৬২ টি বিভিন্ন আয়তনের ফ্ল্যাট নির্মাণ করছে। এছাড়াও সংস্থাটি মোহাম্মদপুর এবং মিরপুরের কিছু এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্পে ২,৪৫৬ টি বিভিন্ন আয়তনের ফ্ল্যাট নির্মাণ করছে। এসবই হচ্ছে সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন সরবরাহের সরকারী প্রচেষ্টা। কিন্তু তা ঢাকা শহরে মোট আবাসন চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল।

ঢাকা শহরে জমির অতি উচ্চ মূল্যের কারণে বেসরকারী ডেভেলপারগুলো স্বল্প মূল্যে আবাসন সরবরাহ করতে পারে না। বেসরকারী ডেভেলপারগুলো সাধারণত জমির মালিকদের কাছ থেকে জমি নিয়ে এর উপর ভবন নির্মাণ করে থাকে। এক্ষেত্রে, জমির অতি উচ্চ মূল্যের সাথে জমির মালিকদের উচ্চাভিলাষী আকাঙ্ক্ষা আবাসনের মূল্য অনেকগুন বাড়িয়ে দেয় যা নিম্ন মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্তের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এসব কারণে উচ্চবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনসাধারণ আবাসন ক্রয়ের মাধ্যমে চাহিদা পূরণ করতে পারলেও নিম্নবিত্ত এবং অনেক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগোষ্ঠী আবাসন ক্রয় করতে পারে না। ফলশ্রুতিতে আবাসন সংকট মূলত নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই দেখা যায়।

যেহেতু ঢাকা শহরে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিবাসীর সংখ্যাই অনেক বেশী, তাই আবাসন সমস্যার সংকট নিরসনের জন্য এই শ্রেণীর মানুষের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবাসন সরবরাহ করতে হবে। আর স্বল্পমূল্যে আবাসন সরবরাহ করতে হলে সরকারকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। পাশাপাশি, বেসরকারী আবাসন প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে আরো কম খরচে আবাসন সরবরাহ করতে পারে এজন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা করতে হবে। ঢাকা শহরে আবাসন সমস্যার সমাধান করতে হলে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদি কিছু পদক্ষেপ যা আবাসন সমস্যার সংকট নিরসনের জন্য গ্রহণ করা যেতে পারে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

- যেহেতু সরকারী সংস্থাগুলো স্বল্প মূল্যে আবাসন সরবরাহ করতে সক্ষম, তাই ঢাকা শহরে স্বল্প আয়ের মানুষের আবাসনের চাহিদা মেটানোর জন্য সরকারী উদ্যোগে আবাসন সরবরাহের পরিমাণ বাড়াতে হবে। এজন্য সরকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এই খাতে আর্থিক সক্ষমতা অর্জনের জন্য বিশেষ ফান্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।

- নিম্ন আয়ের জনসাধারণের জন্য আবাসন নিশ্চিত করতে বেসরকারি ডেভেলপারদের উৎসাহিত করতে হবে। এর জন্য সরকারকে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এ অংশীদারিত্বে সরকার আবাসন সরবরাহে জমি দিয়ে সাহায্য করবে এবং বেসরকারি সংস্থাগুলো অন্যান্য বিষয়াদি নিশ্চিত করবে। ঢাকা শহরে আবাসনের উচ্চ মূল্যের পেছনে জমির উচ্চ মূল্যই প্রধান ভূমিকা পালন করে। আর তাই এভাবে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সরকার জমি বিতরণ করলে আবাসনের মূল্য অনেকাংশে কমে যাবে। এতে নিম্ন আয়ের জনসাধারণের বাসস্থানের যোগান দেয়া সম্ভব হবে।
- সবার জন্য আবাসন নিশ্চিত করতে হলে আলাদা পরিকল্পনার প্রয়োজন। ছোট বা মাঝারি শহরের অধিবাসীদের কর্মসংস্থানের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আর যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করতে হবে যেন ছোট বা মাঝারি শহরের অধিবাসীগণ যেকোন প্রয়োজনে খুব অল্প সময়ে মূল শহরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে। এতে ছোট শহর থেকে বড় শহরগুলোতে অভিগমনের হার কমে যাবে। ঢাকা শহরে জনসংখ্যার অভিগমনের হার কমে গেলে আবাসনের চাহিদার পরিমাণও কমে যাবে। ফলশ্রুতিতে আবাসনের সংকট মোকাবিলা করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।
- আবাসন বিষয়ে অনেক বেশি গবেষণা উৎসাহিত করতে হবে। স্বল্প মূল্যে আবাসন নিশ্চিত করতে আমাদের দেশের স্বাপেক্ষে প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণা অতি জরুরী।
- গৃহায়ণে সুদের হার কমাতে হবে। এর পাশাপাশি একটি বিশেষায়িত ব্যাংক চালু করতে হবে যা নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের জন্য স্বল্প সুদে গৃহঋণ প্রদান করবে।

নগরায়ণ এবং নগর উন্নয়ন এর পরিবর্তিত প্রকৃতি ও এর ব্যপ্তির উপর নগর জীবনের সামাজিক, আচরণগত এবং অবকাঠামোগত পরিবর্তনের ফল নির্ভর করে। ফলশ্রুতিতে বাসস্থান তৈরী এবং এর ব্যবহার প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন সাধিত হয় সমাজের বিভিন্ন স্তরে। বর্তমানে আবাসন সরবরাহে বেসরকারী ডেভেলপারদের আধিক্য বেশী পরিলক্ষিত হচ্ছে। অর্থাৎ আবাসন সরবরাহ হচ্ছে মূলত উচবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য। মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর জন্য সীমিত আবাসন সরবরাহের কারণে এই শ্রেণীর অধিকাংশ মানুষই আবাসন সমস্যার সম্মুখীন। কিন্তু আবাসন হচ্ছে মানুষের একটি মৌলিক অধিকার। সর্বস্তরের মানুষের আবাসনের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ নিশ্চিত করে এই মৌলিক অধিকার রক্ষায় সবাইকেই এগিয়ে আসতে হবে। সরকার সহ সম্ভাব্য সব সেক্টরকেই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। তবেই সবার জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সহজ হবে।